



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science and Technology University: NSTU
নোয়াখালী-৩৮১৪, বাংলাদেশ।

Phone : ৪৪০-৩২১-৬২৪১২
Fax : ৪৪০-৩২১-৬২৪৪৪
Website : www.nstu.edu.bd

রিসার্চ সেল
Research Cell

স্মারক:নোবিপ্রবি/রিসার্চসেল/২০২৫/২২

তাং- ০৯ মার্চ ২০২৫

বরাবর
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
নোয়াখালী ৩৮১৪, বাংলাদেশ।



বিষয় : রিসার্চ সেলের নীতিমালা জমা প্রদান প্রসঙ্গ।

জনাব

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত সময়ে পিএইচডি ফেলোশিপ নীতিমালা ২০২৪, রিসার্চ সেল আর্থিক নীতিমালা ২০২৪ ও ভাইস চ্যান্সেলরস রিসার্চ গ্রান্ড নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে।

আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নীতিমালার কপি জমা প্রদান করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

 ০৭.০৩.২৫

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

পরিচালক

রিসার্চ সেল

নোয়াখালীবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সংযুক্ত:

- ১.পিএইচ ডি ফেলোশিপ নীতিমালা -২০২৪।
- ২.রিসার্চ সেল আর্থিক নীতিমালা ২০২৪।
- ৩.ভাইস চ্যান্সেলরস রিসার্চ গ্রান্ড নীতিমালা।

নোবিপ্রবি পিএইচডি ফেলোশিপ নীতিমালা- ২০২৪

ভূমিকা: নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি)-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৬ সালে। এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। উক্ত উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং মানব সম্পদকে বিশ্বমানের মানব সম্পদের রূপান্তরের স্বপ্ন নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা। নোবিপ্রবির যাত্রা শুরু থেকে অদ্যাবধি ৩১টি ডিপার্টমেন্ট এবং ২টি ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজটি করে আসছে। পরিবর্তিত বিশ্বে বর্তমান যুগকে ৪.০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভোলেশনের যুগ বলা হয়। যেখানে অধিকতর যোগ্যতা সম্পূর্ণ মানব সম্পদ প্রধান ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের আগামীর উন্নয়নের রোড ম্যাপ এবং অধিকতর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নোবিপ্রবি বাংলাদেশের আগামীর উন্নয়নে সহযাত্রী হতে চায়। এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে নোবিপ্রবি পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করেছে। আশা করি উপকূলীয় এ বিশ্ববিদ্যালয় তার যোগ্যতার মানদণ্ডে পরিচালিত হবে এবং অনাগত পিএইচডি ফেলোগণ তাদের অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে তাদের অবদানের মাধ্যমে নোবিপ্রবিকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবে।

১। ফেলোশিপের নামকরণ :

প্রস্তাবিত ফেলোশিপ প্রোগ্রামটি নোবিপ্রবি পিএইচডি ফেলোশিপ হিসাবে পরিচিতি হবে। এর আওতায় প্রতিবছর নোবিপ্রবি পিএইচডি ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তিকৃত ও বাছাইকৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশী/বিদেশী পিএইচডি গবেষককে মাসিক বৃত্তি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দিষ্ট খাতে আংশিক/সম্পূর্ণ নীতিমালায় উল্লেখিত খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে।

২। ফেলোশিপ প্রোগ্রামে আবেদনের যোগ্যতা:

যে সকল পিএইচডি গবেষক বা ছাত্র/ছাত্রী নোবিপ্রবি পিএইচডি ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী পূর্ণকালীন পিএইচডি গবেষক হিসাবে ভর্তি হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হবে, কেবলমাত্র সে সকল পিএইচডি গবেষকগণই উক্ত ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে পারবেন।

৩। ফেলোশিপ ফান্ড মঞ্জুরি কমিটি গঠন:

ফেলোশিপ ফান্ড মঞ্জুরি কমিটি নোবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্তক্রমে এই কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটি ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট হবে এবং কমিটির মেম্বর হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা পিএইচডি ডিগ্রীসহ নোবিপ্রবিতে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত থাকতে হবে।

৪। ফেলোশিপের আবেদন:

নোবিপ্রবিতে ভর্তিকৃত যে সকল পিএইচডি ছাত্র/ছাত্রীকে পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করবেন সে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের সুপারভাইজার প্যানেলের সম্মতিক্রমে নোবিপ্রবির বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে এবং পিএইচডি রিসার্চ প্রপোজালের আওতায় ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে হবে। এইক্ষেত্রে পিএইচডি সুপার ভাইজারকে এই মর্মে নিশ্চিত করতে হবে যে উক্ত ছাত্র/ছাত্রী অন্য কোনো উৎস থেকে ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হননি।

যেহেতু এটি একটি কম্পিটিটিভ রিসার্চ ফেলোশিপ স্কিম, তাই নোবিপ্রবি কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নীতিমালা এবং রিসার্চ সেলের ফান্ড থাকা সাপেক্ষে প্রতি শিক্ষাবর্ষে জন্য ফেলোশিপের সংখ্যা এবং পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে।

প্রফেশনাল পার্সন (একাডেমিসিয়ান, সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তা এবং অন্যান্যরা) সহ সকল আবেদনকারীদের অতীতের চাকুরীকালীন অভিজ্ঞতার সাথে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, রিসার্চের অভিজ্ঞতা এবং পাবলিকেশনের ট্রেকরেকর্ড এর সাথে প্রপোজালের মেরিট বিবেচনায় নিয়ে নোবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় মেধাক্রমের ভিত্তিতে ফেলোশিপের ক্রম ঠিক করে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

এই ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩ (তিন) বছর হলে। কোনো পিএইচডি ফেলো যদি এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পিএইচডির সম্পূর্ণ করতে না পারে তাহলে সে সকল ছাত্র/ছাত্রী অতিরিক্ত সময়ের জন্য (যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি নীতিমালা কর্তৃক অনুমোদিত) এই ফেলোশিপ পাবেন না।

একজন পিএইচডি গবেষককে মাসিক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রতিবছর প্রদেয় বাজেটকে পর্যালোচনা করে ফেলোশিপ কমিটি প্রদেয় অর্থের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।

পূর্ণকালীন পিএইচডি গবেষকগণ শুধুমাত্র শিক্ষা ছুটি কালীন সময়ের জন্য ফেলোশিপের আবেদনের জন্য বিবেচিত হবে। তবে নোবিপ্রবিতে টিচিং এসিস্টেন্ট হিসাবে সপ্তাহে ১০ ঘন্টা সময় দিতে হবে। কোনো কারণে ছুটির ধারাটিতে বিঘ্নঘটলে ফেলোশিপ বাতিল হয়ে যাবে।

একই সময়ে কোনো পিএইচডি গবেষক একাধিক রিসার্চ গ্রান্ট থেকে ফেলোশিপ গ্রহণ পারবেন না। এখানে রিসার্চ গ্রান্ট বলতে সুপারভাইজারের প্রজেক্ট গ্রান্ট, Sandwich Program research Grant সরকারী রিসার্চ গ্রান্ট, বেসরকারী রিসার্চ গ্রান্ট এবং বিদেশী সংস্থা হতে প্রদেয় রিসার্চ গ্রান্ট ইত্যাদি কে বুঝানো হয়ে থাকবে।

কোনো ছাত্র/ছাত্রী যদি একাধিক ফেলোশিপ এর গ্রান্ট জন্য আবেদন করেন এবং মনোনীত হন এবং সেই সাথে সে গ্রান্ট হতে ফেলোশিপ গ্রহণ করেন তবে এক্ষেত্রে নোবিপ্রবি ফেলোশিপের আওতায় গৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে হবে।

কোনো পিএইচডি ছাত্র/ছাত্রী ডিগ্রী অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলে (চাকুরীররত বা চাকুরী ছাড়া) এবং ফেলোশিপ চলাকালীন কোনো চাকুরীতে যোগদান করলে তাকে ফেলো হিসাবে গৃহীত সম্পূর্ণ টাকা ফেরত প্রদান করতে হবে।

যেহেতু এটি একটি কম্পিটিটিভ গ্রান্ট তাই তার স্বচ্ছতাের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত একটি মনিটরিং কমিটি থাকবে। এই কমিটির কাছে পূর্ববর্তী বছরে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ফেলোশিপের জন্য মনোনীত ছিলেন তাহাদেরকে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর রিসার্চ আপডেট দিতে হবে। আপডেট উপস্থাপনপূর্বক এবং নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পরবর্তী বছরের ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে পারবেন।

এক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত শর্ত গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে: প্রথম বছরে Progress হিসাবে প্রপোজাল তৈরি করা এবং Literature review সম্পাদিত পূর্বক একটি রিভিউ আর্টিকেল লিখা। এই শর্ত পূরণ করা সাপেক্ষে দ্বিতীয় বছরের ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হবে। দ্বিতীয় বছরে রিসার্চ প্রপোজালে অংশ হিসেবে ড্যাটা এনালাইসিস পূর্বক নোবিপ্রবির রিসার্চ সেল কর্তৃক নির্ধারিত journal এ একটি আর্টিকেল জমা এর প্রমান প্রদান পূর্বক তৃতীয় বছরের ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হবেন।

কোনো ফেলো এই সকল শর্ত পূরণ করতে না পারলে তার ফেলোশিপ পরবর্তী অর্থবছরের জন্য বিবেচিত হবে না।

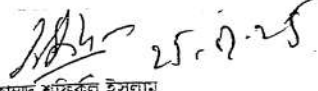
বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর পিএইচডি গবেষকগণ যে প্রপোজালের বিপরীতে ফেলো নির্বাচিত হবেন, সেই প্রপোজালের রিসার্চ কার্য সম্পাদনের জন্য ল্যাবটেরি Consumable Items (কেমিক্যাল, রিএজেন্ট, এনালাইসিস) এর বিপরীতে এবং মনিটরিং টিম এর অনুমোদন সাপেক্ষে যে বছরের জন্য ফেলো নির্বাচিত হবেন, সুপার ভাইজারের মধ্যমে সেই অর্থ বছর/ বছর গুলোতে প্রতি ফেলো উক্ত ল্যাব খরচ বরাদ্দের জন্য বিবেচিত হবেন। প্রতি অর্থবছরে প্রতি ফেলো সর্বোচ্চ ১৫০০০০/- এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ পাবেন। তবে এই অর্থ দিয়ে কোনো অবস্থাতেই কম্পিউটার বা ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র ক্রয় করা যাবে না।

ব্যবসায় শিক্ষা/ সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক/ শিক্ষা বিজ্ঞান/আইন অনুষদের ক্ষেত্রে প্রপোজালের ধরন এবং মনিটরিং টিম এর রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী প্রতি বছরের জন্য পিএইচডি ফেলো সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাবেন। এখানেও এই অর্থ দিয়ে কম্পিউটার/ সফটওয়্যার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র ক্রয় করা যাবে না।

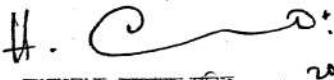
প্রতি পিএইচডি গবেষক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কনফারেন্স একবার অংশ গ্রহন করার জন্য নোবিপ্রবি পিএইচডি ফেলোশিপ ফান্ড থেকে ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা অর্থ বরাদ্দ পাবেন। অথবা কোনো শিক্ষার্থী যদি এ সেমিনারের অংশ হিসেবে দেশের বাহিরে আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) পর্যন্ত বরাদ্দ পাবেন। সকল ক্ষেত্রে উপস্থাপিত প্রবন্ধ শিক্ষার্থীর পিএইচডি গবেষনার অংশ হইতে হবে।

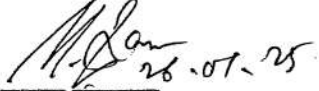
প্রত্যেক নির্বাচিত ফেলো তাদের থিসিস বাইন্ডিং সহ আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য চূড়ান্ত বর্ষে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে প্রাপ্ত হবেন। এই ক্ষেত্রে থিসিস মূল্যায়নের জন্য জমা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হইতে হবে।

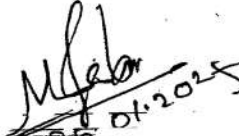
এই নীতিমালা পরিবর্তন/সংশোধন/পরিমার্জনের এর অধিকার নোবিগ্রবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।


অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
আইসিআর
পরিচালক, রিসার্চ সেল, নোবিগ্রবি।

অধ্যাপক ড. মেহেদী মাহমুদুল হাসান
সদস্য
চেয়ারম্যান, ফিন্স বিভাগ, নোবিগ্রবি।


অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হানিফ
সদস্য
চেয়ারম্যান, এপ্রায়েড ম্যাথমেটিক্স
বিভাগ, নোবিগ্রবি।


অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মহিনুজ্জামান
সদস্য
চেয়ারম্যান, ইএসডিএম বিভাগ,
নোবিগ্রবি।


ড. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সদস্য
চেয়ারম্যান, বিজিই বিভাগ, নোবিগ্রবি।


জনাব ড. মোঃ রাশেদুল আলাম,
সহযোগী অধ্যাপক ও
সদস্য সচিব
রিসার্চ সেল, নোবিগ্রবি।